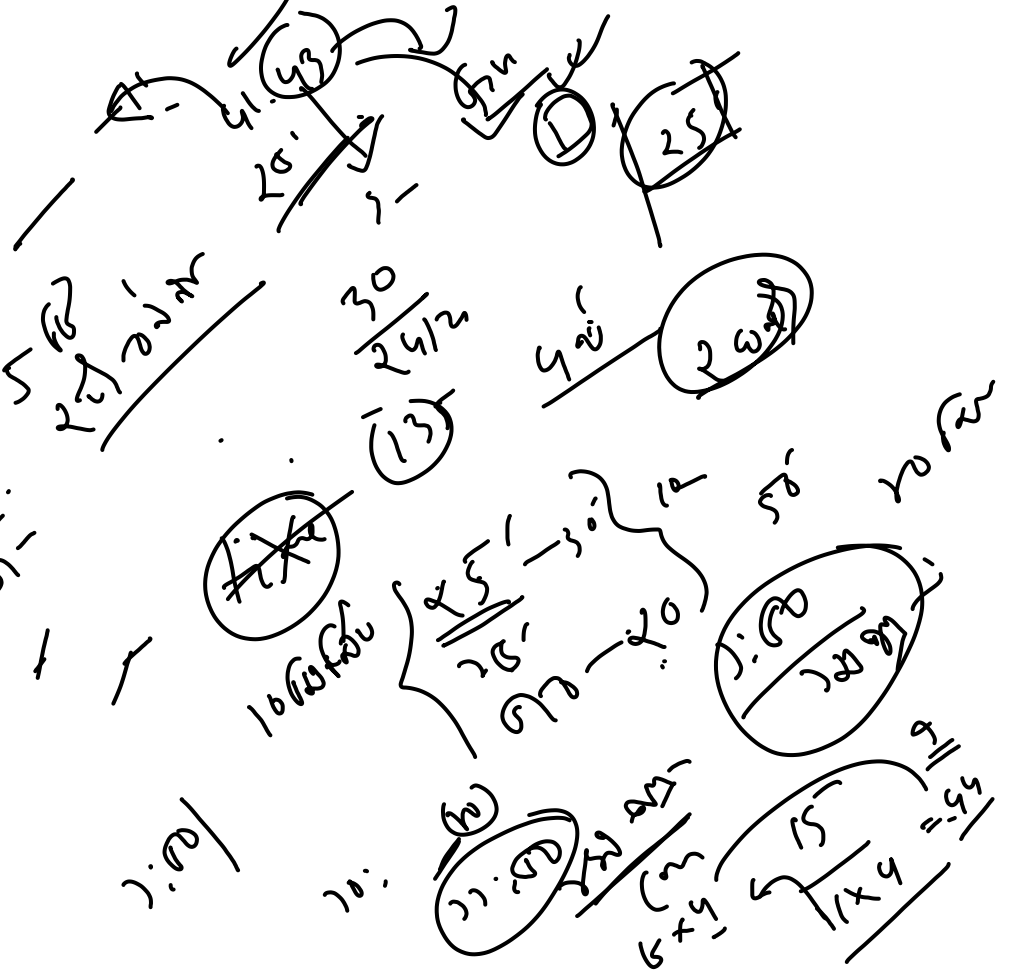
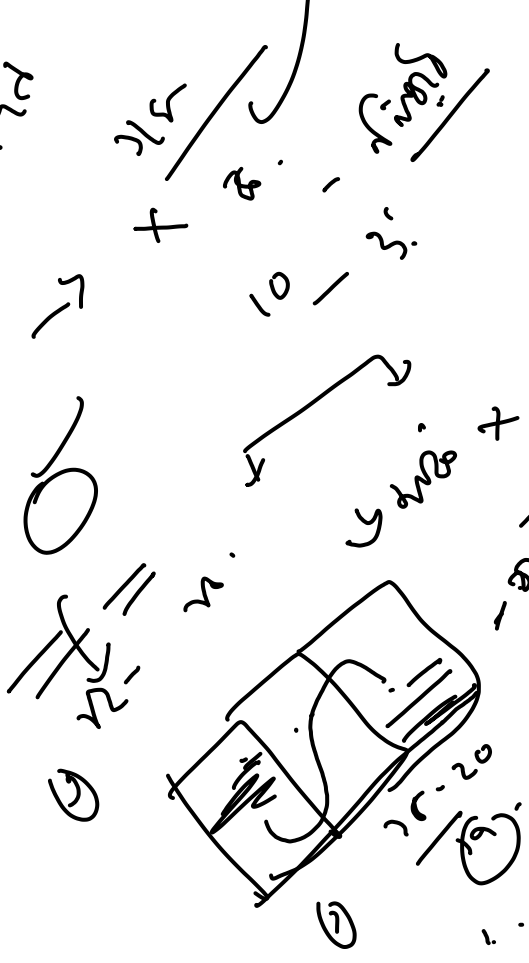


বাক্য

VICTORS
-BCS, BANK & MORE



51
515



প্রশ্নঃ বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যিক?

অথবা, বাক্য বলতে কী বোঝ? একটি সার্থক বাক্য গঠনে কী কী গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

বাক্য: যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় তাকে বাক্য বলে বলে।

ডক্টর সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে, ‘পরস্পর অর্থ সম্বন্ধবিশিষ্ট যে পদগুলোর দ্বারা একটি সম্পূর্ণ ধারণা বা বক্তব্য বা ভাব প্রকাশ পায়, সে পদগুলোর সমষ্টিকে বাক্য বলে।’

ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, একটি সম্পূর্ণ মনোভাব যে সমস্ত পদ দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তাদের সমষ্টিকে বাক্য বলে।

একটি সার্থক বাক্যের গুণাবলি: ভাষার বিচারে একটি সার্থক বাক্যের নিচে তিনটি গুণ থাকা আবশ্যিক।

১। আকাজ্জনা, ২। আসক্তি এবং ৩। যোগ্যতা।

আকাজ্জ্বা: বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা, তা-ই আকাজ্জ্বা।

যেমন: 'চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে—' বললে বাক্যটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে না, আরও কিছু শোনার ইচ্ছা হয়। বাক্যটি এভাবে পূর্ণাঙ্গ করা যায়— 'চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে'। এখানে আকাজ্জ্বার নিবৃত্তি হয়েছে বলে পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

আসত্তি: বাক্যের অর্থসংগতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদ বিন্যাসই আসত্তি। মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যে শব্দগুলো এমনভাবে পরপর সাজাতে হবে যাতে মনোভাব প্রকাশ বাধাগ্রস্ত না হয়।

যেমন: কাল বিতরণী হবে উৎসব কলেজে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠিত। এখানে পদগুলোর সঠিকভাবে সন্নিবেশ না হওয়ায় বাক্যের অন্তর্নিহিত ভাবটি যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়নি। তাই এটিকে বাক্য বলা যায় না। এ ক্ষেত্রে পদগুলোকে নিচের যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে। কাল আমাদের কলেজে পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এটি একটি আসত্তি সম্পন্ন বাক্য।

যোগ্যতা: বাক্যস্থিত পদগুলোর অন্তর্গত এবং ভাবগত মিলনবন্ধনের যোগ্যতা।

যেমন: বর্ষার বৃষ্টিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়। এটি একটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য। কারণ, বাক্যটিতে পদগুলোর অর্থগত এবং ভাবগত সমন্বয় রয়েছে। কিন্তু বর্ষার রৌদ্র প্লাবনের সৃষ্টি করে বললে বাক্যটি ভাব প্রকাশের যোগ্যতা হারাবে, কারণ, রৌদ্র প্লাবন সৃষ্টি করে না।

প্রশ্নঃ অর্থানুসারে বাক্যকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

অর্থানুসারে বাক্যকে ৭টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা-

১. নির্দেশক (সদর্থক ও নঞর্থক);
২. প্রশ্নবোধক;
৩. প্রার্থনাসূচক;
৪. অনুজ্ঞাবাচক;
৫. বিস্ময়বোধক;
৬. কার্যকারণাত্মক;
৭. সংশয়বাচক বা সন্দেহবাচক।

১. নির্দেশক: যে বাক্যে সাধারণভাবে কোনো কিছু নির্দেশ করা হয় তাকে নির্দেশক বাক্য বলা হয়। নির্দেশক বাক্য আবার দু'ধরনের। যথাঃ

১. সদর্থক ও ২. নঞর্থক।

অন্য ভাষায়: অস্ত্যর্থক ও নাস্ত্যর্থক। অর্থাৎ

নির্দেশক বাক্য	
সদর্থক (অস্ত্যর্থক)	নঞর্থক (নাস্ত্যর্থক)

উদাহরণ:

সদর্থক: প্রবল বর্ষণে মাঠ-ঘাট ডুবে গেল।

নঞর্থক: যতই বন্যা আসুক আমাদের বাড়ি ডুবে না।

সদর্থক : তাদের চুপ করে থাকার যথেষ্ট কারণ ছিল।

নঞর্থক: আমরা দীন হলেও হীন নই।

২. প্রশ্নবোধক: যে বাক্যে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করা বোঝায় তাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বলা হয়। যথা:

- তোমার বাড়ি কোথায়?
- আর কতদূর যেতে হবে বাবা? তোমার কি লজ্জা-শরম বলে কিছু নেই?
- তুমি কটা টাকার জন্যে লোকটাকে খুন করলে?
- তোমার কি দয়া-মায়া বলে কিছু নেই?

৩. প্রার্থনাসূচক: যে বাক্যে বক্তার কিছু প্রার্থনা বা শুভেচ্ছা বা কামনা বা যাঁপণ প্রকাশ পায়, তাকে প্রার্থনাসূচক বাক্য বলা হয়। যথা :

“অন্ধজনে দেহ আলো, মৃত জনে দেহ প্রাণ।”- (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

‘গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই,- আবার তোরা মানুষ হ।’- (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

- গুরুদেব, দয়া কর এই দীন-হীন জনে।
- তোমাদের জীবন ফুলের মতো সুন্দর হোক।
- আলোর মতো উজ্জ্বল হোক আগামীর দিনগুলো।

৪. অনুজ্ঞাবাচক: যে বাক্যে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, নিষেধ ইত্যাদি নির্দেশ করা হয় তাকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য বলা হয়। যথা:

• ওগো, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে। – (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

• এক্ষুনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।

• শোন, এক কাজ কর, এখান থেকে সোজা কলকাতা চলে যাও।

• এ ঝড়বৃষ্টিতে পথে বেরিও না।

• অনুজ্ঞাবাচক বাক্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক (অর্থাৎ হাঁ-সূচক ও না-সূচক)– দুই-ই হয়। যথা :

১. সদা সত্য ও ন্যায়ে পথে থাকবে (হাঁ-সূচক/ইতিবাচক)

২. কখনও অন্যায় অসত্যকে প্রশ্রয় দিও না। (না-সূচক/নেতিবাচক)

৫. **বিস্ময়বোধক** : যে বাক্যে বিস্ময়, আনন্দ, হর্ষ-বিষাদ, শোক, ঘৃণা, ভয়, ক্রোধ ইত্যাদি প্রকাশ করা হয় তাকে বিস্ময়বোধক বাক্য বলে।

যথা:

• ছিঃ ছিঃ! তুমি এত নীচ।

• বাঃ বাঃ! এমন চমৎকার দৃশ্য জীবনে দেখিনি।

• আহাঃ এমন দৃশ্য জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না।

• উঃ মাগোঃ এই ছিল কপালে!

• তোমার খুব সাহস তো!

৬. **কার্যকারণাত্মক**: যে বাক্যে একটি বাক্যের উপরে অন্য কার্য বা ঘটনা নির্ভর করে, তাকে কার্যকারণাত্মক বাক্য বলে।

তোমরা এলেই আমরা বাড়ি থেকে বেরোব।

• ‘যতকাল দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল।’- (সুকান্ত ভট্টাচার্য)

• যতকাল দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা বেশি ছিল, ততকাল সাধারণ অজ্ঞ, মূর্খ মানুষকে বেশি বেশি করে শোষণ করা যেত।

৭. **সংশয়বাচক:** যে বাক্যে বক্তার সন্দেহ বা সংশয় বা সম্ভাব্যতা বা অনুমান প্রকাশ পায় তাকে সংশয়বাচক বাক্য বলা হয়। এ জাতীয় বাক্যে বোধ হয়, বুঝি, বুঝিয়া, বোধকরি, কি, হয়তো, যেন ইত্যাদি শব্দ সাধারণত যুক্ত হয়। যথা:-

- বোধ করি তিনি মনে মনে আমার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন।
- বোধ হয় এতক্ষণে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাইরে চলে গেছেন।
- এত অত্যাচার অবিচার চলছে, এর কি কোনো প্রতিকার নেই?
- তোমরা বুঝি বারাসাতের দক্ষিণ পাড়ায় থাক?
- হয়তো তোমার ওপর অভিমান করেই সে বাড়ি ছেড়ে গেছে।



VICTORS

-BCS, BANK & MORE

প্রশ্নঃ বাক্য বলতে কী বোঝ? গঠনগত বাক্য কত প্রকার? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

বাক্য: যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় তাকে বাক্য বলে বলে।

বাক্যের প্রকারভেদঃ

গঠনগত ভাবে বাক্য ৩ প্রকার। যথাঃ

১) সরল বাক্য

২) জটিল বাক্য

৩) যৌগিক বাক্য

সরল বাক্য → Simple
জটিল বাক্য → Compound
যৌগিক বাক্য → Compound

সরল বাক্য

০ মা সিমেন্ট বালি স্ট্রুট তৈরি
কিন্তু সেটা দেয়নি,
অমর সিক ২০৫ ফিউট,
হাম গুজ হুইল সি.৮.



VICTORS

-BCS, BANK & MORE

১) সরল বাক্য

যে বাক্যে একটিমাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে।

যথা- পুকুরে পদ্মফুল জন্মে। এখানে ‘পদ্মফুল’ উদ্দেশ্য এবং ‘জন্মে’ বিধেয়। এ রকম কিছু উদাহরণ :

- বৃষ্টি হচ্ছে।
- তোমরা বাড়ি যাও।
- ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়।
- মিথ্যাবাদীকে কেউ ভালবাসে না।
- শিক্ষিত লোকেরা অত স্ত বুদ্ধিমান।
- সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।

সরল বাক্য চেনার সহজ উপায়

- সরল বাক্যে একটিই সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। একটি সরল বাক্যে একটি বা একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকতে পারে। যেমন- কেহ কহিয়া না দিলেও (অসমাপিকা ক্রিয়া) তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে (সমাপিকা ক্রিয়া)।
- সরল বাক্যে ক্রিয়াপদ উহ্য থাকতে পারে। যেমন- জ্ঞানী লোক সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।
- সরল বাক্যের ভেতরে কোন খণ্ডবাক্য বা একাধিক পূর্ণবাক্য থাকে না। যেমন- চেহারা নিষ্প্রভ হলেও তার মুখাবয়বে একটা পরিতৃপ্তির আভা ছিল।

২) জটিল বাক্য

যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্য ও তাকে আশ্রয় বা অবলম্বন করে একাধিক খণ্ডবাক্য থাকে .

তাকে জটিল বা মিশ্র বাক্য বলে। যেমনঃ

- যে পরিশ্রম করে (সে-ই) সুখ লাভ করে। (প্রথম অংশটি আশ্রিত খণ্ডবাক্য, দ্বিতীয়টি প্রধান খণ্ডবাক্য)
- যত পড়বে, / তত শিখবে / তত ভুলবে। (প্রথম দুটি অংশ আশ্রিত খণ্ডবাক্য শেষ অংশটি প্রধান খণ্ডবাক্য)
- সে (যে) অপরাধ করেছে তা মুখ দেখেই বুঝেছি
- (যিনি) পরের উপকার করেন তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে

জটিল বা মিশ্র বাক্য চেনার সহজ উপায়

- জটিল বা মিশ্র বাক্যে একাধিক খণ্ডবাক্য থাকে। এদের মধ্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্য এবং অন্যগুলো সেই বাক্যের উপর নির্ভর করে। যেমনঃ যেহেতু তুমি বেশি নম্বর পেয়েছ, সুতরাং তুমি প্রথম হবে।
- অধিকাংশ জটিল বাক্যে প্রতিটি খণ্ডবাক্য এর পর কমা (,) থাকে। যথা- যিনি পরের উপকার করেন, তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে।
- জটিল বাক্যের সাপেক্ষ সর্বনাম ও নিত্য সম্বন্ধীয় যোজক যোগ করতে হয়। যথা-

সাপেক্ষ সর্বনাম : যে....সে, যা....তা, যিনি....তিনি, যারা.... তারা। যেমনঃ যিনি বিদ্বান, তিনি সর্বত্র আদরণীয়।

নিত্য সম্বন্ধীয় যোজক: যখন.... তখন, যেমন.... তেমন, বরং.... তবু, যেইনা....অমনি, যেহেতু....সেহেতু/সেজন...। যেমনঃ যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।

৩) মিশ্র বাক্য

যিনি পরের উপকার করেন (আশ্রিত খণ্ডবাক্য) তা মুখ দেখেই বুঝেছি (প্রধান খণ্ডবাক্য)

- সরল থেকে জটিল বাক্যে রূপান্তর:

সরল বাক্যের কোন একটি অংশকে সম্প্রসারিত করে একটি খন্ডবাক্যে রূপান্তরিত করতে হয় এবং তার খণ্ডবাক্যটির সঙ্গে মূল বাক্যের সংযোগ করতে উপরোক্ত সাপেক্ষ সর্বনাম বা সাপেক্ষ অব্যয়গুলোর কোনটি ব্যবহার করতে হয়। যেমনঃ

সরল বাক্য: ভাল ছেলেরা কম্পিউটারে বসেও ইন্টারনেটে পড়াশুনা করে।

জটিল বাক্য: যারা ভাল ছেলে, তারা কম্পিউটারে বসেও ইন্টারনেটে পড়াশুনা করে।

সরল বাক্য: ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও।

জটিল বাক্য: যে ভিক্ষা চায়, তাকে ভিক্ষা দাও।

সরল বাক্য: পড়া শোনা করলে চিন্তা কী?

জটিল বাক্য: যে পড়া শোনা করে, তার চিন্তা কী?

সরল বাক্য: অন্ধকে আলো দাও।

জটিল বাক্য যে অন্ধ, তাকে আলো দাও।

সরল বাক্য তোমার কথা আজীবন মনে থাকবে।

জটিল বাক্য : যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন তোমার কথা মনে থাকবে।



VICTORS

-BCS, BANK & MORE

- জটিল থেকে সরল বাক্যে রূপান্তর:

জটিল বাক্যটির অপ্রধান/ আশ্রিত খণ্ডবাক্যটিকে একটি শব্দ বা শব্দাংশে পরিণত

করে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হয়। যেমন:

জটিল বাক্য: যত দিন বেঁচে থাকব, এ কথা মনে রাখব।

- সরল বাক্য: আজীবন এ কথা মনে রাখব।

জটিল বাক্য: যদি দোষ স্বীকার কর তাহলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।

- দোষ স্বীকার করলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।

যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে।

- সরল বাক্য: বুদ্ধিহীনরাই এ কথা বিশ্বাস করবে।

জটিল বাক্য: যদি কথা রাখেন, তাহলে আপনাকে বলতে পারি।

- সরল বাক্য: কথা রাখলে আপনাকে বলতে পারি।

সরল থেকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর:

সরল বাক্যের কোন অংশকে সম্প্রসারিত করে একটি পূর্ণ বাক্যে রূপান্তরিত করতে হয় এবং পূর্ণ বাক্যটির সঙ্গে মূল বাক্যের সংযোগ করতে উপরোক্ত অব্যয়গুলো ব্যবহার করতে হবে। যেমনঃ

- সরল বাক্য: দোষ স্বীকার করলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না

যৌগিক বাক্য: দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না। (এক্ষেত্রে 'তাহলে' অব্যয়টি ব্যবহার না করলেও চলতো)

সরল বাক্য: আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি।

যৌগিক বাক্য: আমি বহু কষ্ট করেছি এবং/ ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।

সরল বাক্য: পরিশ্রম করলে ফল পাবে।

যৌগিক বাক্য: পরিশ্রম করবে এবং ফল পাবে।



সরল বাক্য: মিথ্যা কথা বলে বিপদে পড়েছ।

যৌগিক বাক্য: মিথ্যা কথা বলেছ, তাই বিপদে পড়েছ।

• যৌগিক থেকে সরল বাক্যে রূপান্তর:

যৌগিক বাক্যে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। অন্যদিকে সরল বাক্যে একটিই

সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। তাই যৌগিক বাক্যের একটি সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রেখে বাকিগুলোকে সমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হবে। যৌগিক বাক্যে একাধিক পূর্ণ বাক্য থাকে এবং তাদের সংযোগ করার জন্য একটি অব্যয় পদ থাকে। সেই অব্যয়টি বাদ দিতে হবে। যেমনঃ

যৌগিক বাক্য: তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি। (সমাপিকা ক্রিয়া হয়েছে, হয়নি)

সরল বাক্য: তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি। ('হয়েছে' সমাপিকা ক্রিয়াকে 'হলেও অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা হয়েছে)

যৌগিক বাক্য: মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে। (সমাপিকা ক্রিয়া-করে ও করে)

সরল বাক্য: মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে। (' করে ' সমাপিকা ক্রিয়াকে ' করলে ' অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা হয়েছে)

যৌগিক বাক্য: সত্য কথা বলি নি, তাই বিপদে পড়েছি।

সরল বাক্য: সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।

যৌগিক বাক্য: তিনি ধনী ছিলেন কিন্তু সুখী ছিলেন না।

সরল বাক্য: তিনি ধনী হলেও সুখী ছিলেন না।

• জটিল থেকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর:

জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে এই খণ্ডবাক্যগুলোর পরস্পর নির্ভরতা মুছে দিয়ে স্বাধীন করে দিতে হবে। এজন্য সাপেক্ষ সর্বনাম বা অব্যয়গুলো তুলে দিয়ে যৌগিক বাক্যে ব্যবহৃত অব্যয়গুলোর মধ্যে উপযুক্ত অব্যয়টি বসাতে হবে। পাশাপাশি ক্রিয়াপদের গঠনের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। যেমন

জটিল বাক্য: যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব।

যৌগিক বাক্য: সে কাল আসবে এবং আমি যাব।

জটিল বাক্য: যদিও তাঁর টাকা আছে, তবুও তিনি দান করেন না।

যৌগিক বাক্য: তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না।

জটিল বাক্য: যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।

যৌগিক বাক্য: বিপদ এবং দুঃখ এক সময়ে আসে।

জটিল বাক্য: সে যেমন কৃপণ তেমন চলাক।

যৌগিক বাক্য: সে কৃপণ ও চলাক।

- **যৌগিক থেকে জটিল বাক্যে রূপান্তর:** যৌগিক বাক্যে দুইটি পূর্ণ বাক্য কোন অব্যয়ের দ্বারা যুক্ত থাকে। এই অব্যয়টি তুলে দিয়ে সাপেক্ষ সর্বনাম বা অব্যয়ের প্রথমটি প্রথম বাক্যের পূর্বে ও দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় বাক্যের পূর্বে বসালেই জটিল বাক্যে রূপান্তরিত হবে। যেমনঃ

যৌগিক বাক্য: দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।

জটিল বাক্য: যদি দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।

যৌগিক বাক্য: তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তার হৃদয় অত্যন্ত মহৎ।

জটিল বাক্য: যদিও তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, তবুও তার হৃদয় অত্যন্ত মহৎ।

যৌগিক বাক্য: এ গ্রামে একটি দরগাহ আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত।

জটিল বাক্য: এ গ্রামে যে দরগাহটি আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত।

যৌগিক বাক্য: তুমি বেশি নম্বর পেয়েছ সুতরাং তুমি প্রথম হবে।



জটিল বাক্য: যেহেতু তুমি বেশি নম্বর পেয়েছ সেহেতু তুমি প্রথম হবে।

যৌগিক বাক্য: শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোল হইল, কিন্তু সেটা স্বভাবের ষোলো।

জটিল বাক্য: যদিও শিশিরের বয়স ষোলো তথাপি সেটা স্বভাবের ষোল।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাক্য রূপান্তরঃ

সরল বাক্য তার বয়স বাড়েলেও বুদ্ধি বাড়েনি।

জটিল বাক্য: যদিও তার বয়স বেড়েছে, তথাপি বুদ্ধি বাড়েনি।

যৌগিক বাক্যঃ তার বয়স বেড়েছে কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি।

কিন্তু
যদিও বয়স বেড়েছে
তথাপি বুদ্ধি বাড়েনি
যদিও বয়স বেড়েছে
তথাপি বুদ্ধি বাড়েনি
যদিও বয়স বেড়েছে
তথাপি বুদ্ধি বাড়েনি
যদিও বয়স বেড়েছে
তথাপি বুদ্ধি বাড়েনি

Compound
FOR AND
NON
but or yet since
non finite

সরল বাক্য: দরিদ্র হলেও তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।

জটিল বাক্য: যদিও তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, তথাপি তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।

যৌগিক বাক্য: তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।

সরল বাক্য: দোষ স্বীকার করলে তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।

১০.ম

১০.৫

১০.৫

১০.৫

১০.৫

১০.৫

১০.৫

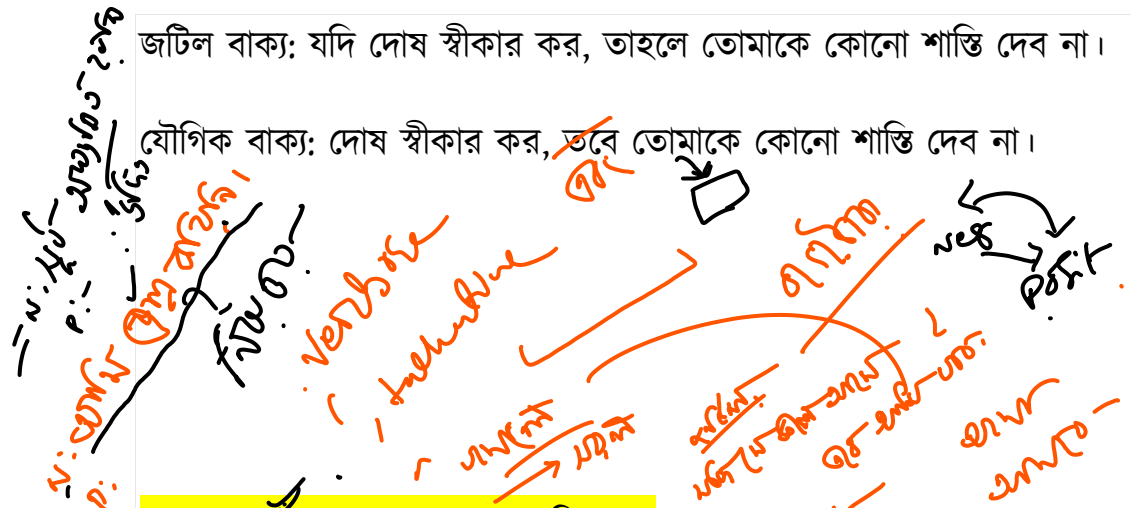
১০.৫

5+6
 20
 5

FANBOYS
 FANBOYS
 FANBOYS

জটিল বাক্য: যদি দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।

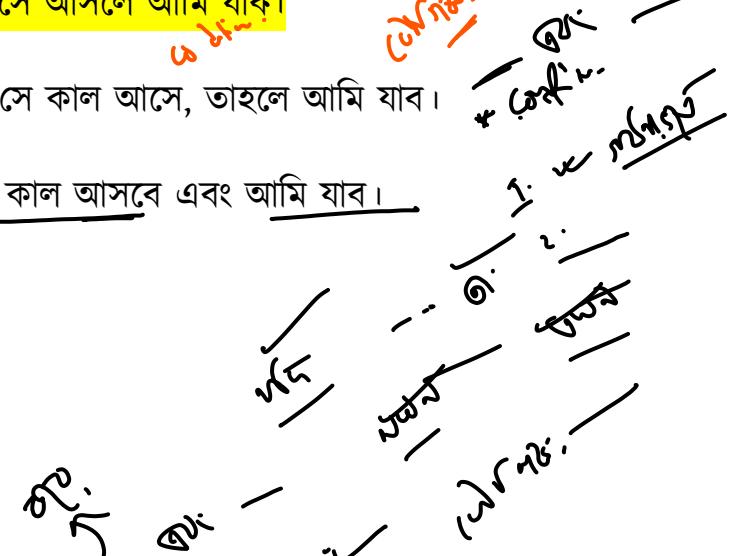
যৌগিক বাক্য: দোষ স্বীকার কর, তবে তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।



সরল বাক্য: কাল সে আসলে আমি যাব।

জটিল বাক্য: যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব।

যৌগিক বাক্য: সে কাল আসবে এবং আমি যাব।



সরল বাক্য: মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।

জটিল বাক্য: যদি মেঘ গর্জন করে, তাহলে ময়ূর নৃত্য করে।





যৌগিক বাক্য; মেঘ গর্জন করে, ~~তবে~~ ময়ূর নৃত্য করে।

সরল বাক্য: মিথ্যে কথা বলার জন্য তোমার পাপ হবে।

জটিল বাক্য: যেহেতু তুমি মিথ্যা বলেছ, সেহেতু তোমার পাপ হবে।

যৌগিক বাক্য: তুমি মিথ্যা বলেছ, সুতরাং তোমার পাপ হবে।

সরল বাক্য: সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।



VICTORS

-BCS, BANK & MORE

জটিল বাক্য: যেহেতু আমি সত্য কথা বলিনি, সেহেতু আমি বিপদে পড়েছি।

যৌগিক বাক্য: সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।

সরল বাক্য: সে পরিশ্রমী হলেও নির্বোধ।

জটিল বাক্য: যদিও সে পরিশ্রমী তথাপি নির্বোধ।

যৌগিক বাক্য: সে পরিশ্রমী বটে, কিন্তু নির্বোধ।

সরল বাক্য: পড়াশুনা করলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে।

জটিল বাক্য: যদি পড়াশুনা কর, তাহলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে।



যৌগিক বাক্য: পড়াশুনা কর, তবে জীবনে উন্নতি করতে পারবে।

উৎস

সিদ্ধান্ত

= নয়া সিস্টেম
 (১) নয়া সিস্টেম
 (২) নয়া সিস্টেম
 (৩) নয়া সিস্টেম

৩

নয়া সিস্টেম
 নয়া সিস্টেম

নয়া সিস্টেম
 নয়া সিস্টেম

নয়া সিস্টেম
 নয়া সিস্টেম

নয়া সিস্টেম
 নয়া সিস্টেম

